পলিসি ব্রিফ

প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

২০

জানুয়ারি ২০১৪

'প্রত্যেক মানুষের শিক্ষার অধিকার' জাতিসংঘ মানবাধিকার ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত একটি অন্যতম অধিকার। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে (ক ও গ) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে যে, "রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"[১]। বাংলাদেশ সরকার সে লক্ষ্যে ১৯৯২ সাল থেকে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে; এরপর ১৯৯৩ সালে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কার্যক্রম এবং ২০০২ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে। বর্তমানে সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে আরো সর্বজনীন করা, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা এবং এ খাতের অগ্রগতি ধরে রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-২ ও ৩ (PEDP-II & III), উপবৃত্তি কর্মসূচি (দ্বিতীয় ধাপ), মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে।[২] সরকার ২০১০ সালের মধ্যে নিট ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত করা এবং ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার অঙ্গীকার করেছে।[৩] সরকার ২০১০ সালে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করেছে এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতির খসড়া ও শিক্ষা আইন, ২০১৩ এর খসড়া প্রণয়ন করেছে। দেশের সুবিধা-বঞ্চিত, স্কুল-বহির্ভূত, ঝরে পড়া এবং শহরের কর্মজীবী দরিদ্র শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে Reaching Out of School Children (ROSC) প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।[৪] ইতিমধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশু ভর্তি ও প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনীর হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস, ছেলে-মেয়েদের সংখ্যাসাম্য অর্জিত হয়েছে[৫], নারী শিক্ষক নিয়োগের হার বৃদ্ধি, ব্যাপক সংখ্যক বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি ঘোষণা, সর্বজনীন সমাপনী পরীক্ষা প্রচলন, তথ্য-প্রযুক্তির সন্নিবেশ, সঠিক সময়ে বই প্রাপ্তি, কোচিং বন্ধে নীতিমালা গ্রহণ, দপ্তরী কাম প্রহরী নিয়োগসহ বিভিন্ন অগ্রগতি লক্ষনীয়।

প্রাথমিক শিক্ষাখাতে এ সকল সাফল্য অর্জিত হলেও এ খাতে এখনও নানা সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি বিদ্যমান থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যহত হচ্ছে। শিক্ষাসহ অন্যান্য সেবা খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালনে বহুমুখী গবেষণা, প্রচারণা ও নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে এডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ঢাকায় 'প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়: জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অভিজ্ঞতাভিত্তিক পরামর্শ সভা'র আয়োজন করে।এই পরামর্শ সভার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও মাননীয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রীসহ জাতীয় পর্যায়ের নীতিনির্ধারক শীর্ষ কর্মকর্তাদের মতবিনিময়ের সুযোগ ঘটে। টিআইবি সম্পাদিত গবেষণা ও নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের পাশাপাশি এই সভায় আগত স্থানীয় মাঠ পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীগণ প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করেন এবং সে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কেন্দ্র থেকে কী ধরনের সহায়তা বা নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্তের প্রয়োজন রয়েছে তা তুলে ধরেন। এ পরামর্শ সভার আলোচনার আলোকে এই পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন করা হলো।

[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৭ (ক ও গ)।
[২] http://www.mopme.gov.bd, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৪।
[৩] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮।
[৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ১ জানুয়ারি, ২০১৩।
[৫] বর্তমানে ছেলে-মেয়েদের অনুপাত ৪৯.৫:৫০.৫। অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৩, http://www.mof.gov.bd, ১৮ আগস্ট ২০১৩।

প্রাথমিক শিক্ষায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অভিজ্ঞতাভিত্তিক পরামর্শ সভায় চিহ্নিত চ্যালেঞ্জ ও পরামর্শসমূহ

১. মানব সম্পদ, বদলি, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে মানব সম্পদের ঘাটতি অন্যতম। আর মানব সম্পদের ঘাটতি সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক স্বল্পতা। শহরের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক স্বল্পতা তুলনামূলকভাবে কম হলেও গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক ঘাটতি ব্যাপক। শিক্ষকদের পদায়নে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রভাবশালীদের ব্যাপক প্রভাব থাকায় বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষকদের পদায়ন করা হয় না। অন্যদিকে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। আবার প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ অনেক কম। মামলা চলার কারণে সহকারী শিক্ষকদের পদোন্নতি দীর্ঘ দিন ধরে স্থগিত হয়ে আছে। অন্যদিকে শিক্ষা অফিসগুলোতে সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার অভাবে বিদ্যালয় মনিটরিং কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। আবার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিয়োগের আলাদা কোনো বিধি না থাকা এবং পদোন্নতির বিষয়টিও নীতিমালায় সুস্পষ্ট না হওয়ায় কর্মকর্তারা অনেক ক্ষেত্রে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার শিক্ষকদের মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম অনেক ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষা কর্মকর্তাগণ সরাসরি কাজ করলেও তাদেরকে বিদেশে উন্নততর প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয় না। অন্যদিকে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজের বাইরের কাজ যেমন- বিভিন্ন জরিপ, রিলিফ বিতরণ তদারকিতে যুক্ত হওয়া, খোলা বাজারে চাল বিক্রি মনিটরিং করা ইত্যাদির সাথে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হয়।

বিদ্যালয়গুলোতে পরিষ্কার-পরিচ্ছতার জন্য কোনো আয়া বা সুইপার না থাকায় শিক্ষার্থীদের এসব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয় কিংবা স্থানীয়ভাবে পরিচ্ছন্নকর্মী নিয়োগ করে তাদের বেতন প্রদান করতে হয়। সম্প্রতি যে দপ্তরী নিয়োগ হচ্ছে তাতে স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ লেনদেনের মত ঘটনার তথ্য পাওয়া যায়। অন্যদিকে শিক্ষা অফিসগুলোতে কর্মচারীদের অনেক পদ শূন্য থাকায় এ অফিসের কার্যক্রম সঠিকভাবে করা যায় না। আবার শিক্ষা অফিসগুলোতে কর্মচারীদের বদলির নিয়ম না থাকায় তারা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দুর্নীতি করে বলে তথ্য পাওয়া যায়।

সুপারিশ

১.১ বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৩০ করতে হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিক পাঠদান নিশ্চিত করার জন্য কমপক্ষে পাঁচজন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ প্যানেল কার্যকর করতে হবে। শিক্ষকদের পদায়নে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও প্রভাবশালীদের প্রভাব দূর করতে হবে।

১.২ শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সবার জন্য সমান হতে হবে এবং তা কমপক্ষে স্নাতক হতে হবে।

১.৩ শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে পাঠদানের জন্য পাঠানোর পূর্বে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

১.৪ সকল স্তরে শূণ্য পদে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য পৃথক নিয়োগ বিধিমালা তৈরি করতে হবেএবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ের পদ পূরণ করার ক্ষেত্রে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য কোটা বরাদ্দ করতে হবে।

১.৫ বেতন স্কেল জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পরিবর্তন করতে হবে।

১.৬ সহকারি শিক্ষকদের ভিতর থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

১.৭ সকল স্কুলে স্বচ্ছতার সাথে পিওন ও সুইপার নিয়োগ দিতে হবে।

১.৮ শিক্ষা কর্মকর্তাদের বদলির নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে এবং কর্মচারীদের বদলির নীতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে।

১.৯ শিক্ষা বহির্ভূত কাযক্রমের সাথে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা কমাতে হবে।

১.১০ শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকদের ভাল কাজের জন্য প্রণোদনা দান করতে হবে এবং অনিয়ম, দুর্নীতির জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

২. অবকাঠামো

বিপুল সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদার তুলনায় অবকাঠামোগত সুবিধাদি অনেক ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত নয়। প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে পুরাতন ভবনগুলো সংস্কারের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সম্প্রতি জাতীয়করণকৃত স্কুলসমূহের মধ্যে অনেকগুলোর ভবন জরাজীর্ণ। এলজিইডি কর্তৃক নতুন ভবন নির্মাণের মান নিম্ন হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই তা দ্রুত ভেঙ্গে পড়ে। অন্যদিকে অনেক বিদ্যালয়েই শ্রেণীকক্ষ, বেঞ্চ, চেয়ারসহ পর্যাপ্ত আসবাবপত্রের অভাব রয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে প্রদানকৃত কম্পিউটারগুলোর মান খারাপ হওয়ায় তা বেশি দিন কাজে লাগানো যাচ্ছে না। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানি ও টয়লেটের স্বল্পতা রয়েছে। বিশেষকরে ছাত্রী ও নারী শিক্ষকদের জন্য আলাদা টয়লেট নাই। উপকূলীয়, চরাঞ্চল এবং পার্বত্য এলাকাসমূহের বিদ্যালয়ে প্রবেশের যাতায়াত ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে নাজুক।

সুপারিশ

২.১ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক ভবন নির্মাণ করতে হবে। নতুন ভবন নির্মানকারীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। ভবনের নির্মাণের মান বজায় রাখার জন্য নির্মাণের সময়ে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

২.২ শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুপাতে শ্রেণীকক্ষ, বেঞ্চ ও অন্যান্য আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীরের ব্যবস্থা করতে হবে।

২.৩ নারী শিক্ষক ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করতে হবে।

২.৪ বিদ্যালয়গুলোতে মানসম্মত কম্পিউটার ও ল্যাপটপের ব্যবস্থা করতে হবে।

২.৫ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ন্যায় পৃথক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর গঠন করতে হবে।

২.৬ যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করতে নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. প্রশাসনিক ও আর্থিক চ্যালেঞ্জ

প্রতিটি বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রতি বছর বিভিন্ন রকমের আনুষঙ্গিক ব্যয় রয়েছে। এই ব্যয় বহনের জন্য সরকার যে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে তা পর্যাপ্ত নয় বলে পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারীরা মত দেন। বর্তমান বাজার দরের সাথে তাল মিলিয়ে এই অর্থ দিয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সরকার নির্ধারিত পরীক্ষার ফিও বাজার দরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বরাদ্দ কম থাকায় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন ম্যানেজিং কমিটির সভা, শিক্ষক-অভিভাবক সভা, মা সমাবেশ অনুষ্ঠান, বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন, বার্ষিক ক্রীড়া, সহশিক্ষা কার্যক্রম ও স্কুল ফিডিং প্রভৃতি সঠিকভাবে আয়োজন বা পালন করা সম্ভব হয় না। আবার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা অফিসগুলোতে পর্যাপ্ত ডিজিটালাইজেশন ও পেশাদারিত্বের অভাব রয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিক জটিলতা লক্ষণীয়।

সুপারিশ

৩.১ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও কন্টিনজেন্সি বাবদ এবং শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের যাতায়াত ভাতাসহ অন্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

৩.২ শিক্ষকদের পদায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বন্ধ করতে হবে।

৩.৩ উপবৃত্তি ও মেরামতের টাকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ না করে থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৩.৪ পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করে পরীক্ষার ফি সম্পূর্ণ ফ্রি করে দিতে হবে।

৩.৫ নারী শিক্ষা কর্মকর্তাদের জন্য নারী বান্ধব মটর সাইকেলের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৬ শিক্ষা অফিসগুলোতে পর্যাপ্ত ডিজিটালাইজ করতে হবে এবং শিক্ষা কার্যক্রম দ্রুত ও দক্ষতার সাথে পালন করার জন্য আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর হবে।

৪. শিক্ষা সেবা

প্রাথমিক শিক্ষার সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষা কর্মকর্তাদের যথেষ্ট মনিটরিংয়ের অভাবে শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে বিলম্বে উপস্থিত, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পাঠ দান না করা, ছুটির আগেই কর্মস্থল ত্যাগ করা ইত্যাদি বিদ্যালয়ের মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ। অনেক ক্ষেত্রে প্রতি শিক্ষক দিয়ে পাঠদান করানো হয় যা নিঃসন্দেহে শিক্ষার মানকে ব্যাহত করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষকদের হোম ভিজিট না করায় শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারও কম। আবার অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের শহরকেন্দ্রিক থাকার একটি প্রবণতা দেখা যায়। অন্যদিকে দরিদ্র শিক্ষার্থী থাকা সত্ত্বেও শহর বা পৌর এলাকায় উপবৃত্তির সুযোগ না থাকায় অনেক শিক্ষার্থীই এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

সুপারিশ

৪.১ শিক্ষা কার্যক্রম এবং শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা কর্মকর্তাদের মনিটরিং বাড়াতে হবে।

৪.২ শিক্ষা সেবায় প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

৪.৩ সহশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.৪ শিক্ষা অফিসে বই রাখার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.৫ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৪.৬ শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত মা/অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন করতে হবে।

৪.৭ সরকারী শিক্ষকদের প্রাইভেট/কোচিং নিষিদ্ধ করতে হবে।

৪.৮ শহর বা পৌরসভা এলাকায় উপবৃত্তি চালু করতে হবে।

৫. কম্যুনিটির অংশগ্রহণ

বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান সংক্রান্ত কার্যাবলী মনিটরিং, শিক্ষক-ছাত্রের উপস্থিতি, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্তব্যপরায়ণতা, পাঠদান তদারকি এবং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজসহ বিদ্যালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ম্যানেজিং কমিটির উপর অর্পিত থাকলেও বেশিরভাগ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (এসএমসি) সদস্যরা নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় থাকেন, বিভিন্ন কার্যক্রমে তাদেরকে পাওয়া যায় না, মাসিক সভাগুলো নিয়মিত হয় না, সদস্যদের বাড়ি গিয়ে মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছে বলে স্বাক্ষর নিয়ে আসা হয়। অন্যদিকে এসএমসি সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় রাজনৈতিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি ও শিক্ষক কল্যাণ সমিতির আসলে তেমন কোনো কার্যক্রম পালন করতে দেখা যায় না এবং তারা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন নয়। মূলত এসএমসি তাদের দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করলে শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির কার্যক্রম যেমন মা সমাবেশের আয়োজন ও স্থানীয় তহবিল সংগ্রহসহ অন্যান্য কার্যক্রমগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সম্পন্ন করা সম্ভব।

সুপারিশ

৫.১ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত কার্যকর এসএমসি গঠন করতে হবে। এর জন্য অভিভাবকদের মধ্য থেকে এসএমসির সদস্য সরাসরি নির্বাচনের মধ্যেমে অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের সদস্য হওয়ার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনায় আনতে হবে।

৫.২ এসএমসি সদস্য ও অভিভাবকদের জন্য তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫.৩ এসএমসির সভার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সভা করার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাগরিকদের সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে টিআইবি ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম এবং স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুনের কার্যকর প্রয়োগের চাহিদা সৃষ্টি ও সুশাসনের অনুকূল পরিবেশ তৈরীর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ধারাবাহিক গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্তামূলক বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে। বিগত ১৯৯৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৯টি পলিসি ব্রিফ প্রণীত হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৯৮৬২০৪১, ৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৮৮৪
ফ্যাক্স: ৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www. ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www. facebook.com/TIBangladesh